২৮-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার যেমন সকলের প্রতি দয়া আসে, ঘৃণা আসেই না, তেমনই তোমরা বাচ্চারা কারোর প্রতি ঘৃণা করো না, তোমরা দয়ালু হও"

প্রশ্ন :-- দয়ালু বাবার সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রতি একটাই প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যান কি ?

উত্তর :-- সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের তত্ব সহ পতিত থেকে পবিত্র করা, মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা প্রদান করা । বাবার এই একটাই প্ল্যান আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে বাবার সাহায্যকারী । তোমাদের প্রথমে নিজের প্রতি দয়া করতে হবে । শ্রীমত অনুযায়ী চলে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে । তারপর সকলকে বিকার রূপী দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে ।

গীত :- কে এল আজ আমার মনের দ্বারে ...

ওম্ শান্তি । কে এসেছে ? বাবা এসেছেন । কার কাছে এসেছেন ? বাচ্চাদের কাছে এসেছেন । বাচ্চারা কার কাছে এসেছে ? বাবা বলেন, আমার কাছে । এখন তোমরা সামনে বসে আছ । তোমরা জানো যে, বাবা অনেক দয়ালু । বাবা জানেন যে, এই মায়া আমার বাচ্চাদের অনেক দুঃখী এবং পতিত করেছে । এ কথা বাচ্চারা জানে না । বাবা যেহেতু জানেন, তাই বাবার তো দয়া আসে, তাই না । ঘৃণা কখনো আসবে না । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠিয়েছিলাম । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । এরপর ড্রামা অনুসারে মায়া তোমাদের দুঃখী করেছে । প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তারপর রজো এবং তমোতে এসেছো । এ কথা আমিই জানি । তোমরা হলে আমার বাচ্চা । আমাকেও আসতে হয় বাচ্চারা, তোমাদের পবিত্র করতে এবং রাজ্য - ভাগ্য দিতে । বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, বরাবরের মতো বাবা এসেছেন । তিনি হলেন প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর । তিনি এসে আমাদের সুখ - শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যান । বাবা জানেন যে, এই মায়াই হলো সকালের অতি বড় শত্রু, তাই আমি এখন এসেছি কিন্তু আমি হলাম বিচিত্র, তাই আমাকে কেউ চিনতে পারে না । আগে মানুষ মনে করতো, কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তিনিই স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কবে এবং কিভাবে বানিয়েছিলেন --এ কথা কেউ জানে না । এখন বাবার খুব দয়া আসে কেননা তিনি জানেন যে, বাচ্চারা মায়া অর্থাত্ পাঁচ বিকার ভূতের বশীভূত হয়ে গেছে । ওরা পরবশ, তাই আমি ওদের উদ্ধার করি । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, তোমরা এখন আমার জন্য অথবা এই ভারত বা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সের জন্য আমার মতে চলো । আমাকে স্মরণ করো এবং দয়ালু হও । সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । জজেরাও গডের নামে শপথ করায় । কিন্তু তা কেন ? এ কথা কেউ জানে না । এই গড কে ? কেবলমাত্র গড বলে দেয় । ফাদার শব্দও তো আছে । যখন শপথ করানো হয় তখন তারা বুঝতেও পারে না । তারা বলে দেয়, গড ফাদারের নামে শপথ করো কিন্তু এই ফাদারকে তো তারা জানেই না । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তিনি হলেন গড ফাদার । তারা শপথ করে কেননা তারা এই কথা মনে করে যে, যদি আমরা কিছু ভুল কাজ করি তাহলে বাবা শাস্তি দেবেন । ঘরে যেমন বাচ্চারা উল্টো কোনো কাজ করলে, তারা ভয় পায় যে, বাবা না থাপ্পড় মারে । ওরা গডের নামে শপথ করে । তারা কিন্তু জানে না যে এই গড কে ? তিনি কিভাবে সাজা দেবেন ? খ্রীষ্টানরা বাইবেলের শপথ করে । কেউ আবার গীতার শপথ করবে । তারা মনে করে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন । তাই কৃষ্ণকে সামনে রেখে ক্ষমা চেয়ে নেয় । তারা মনে করে যে, যদি

আমরা ভুল বলি তাহলে তিনি দণ্ড দেবেন । এখন সত্য তো এক বাবাকেই বলা হবে । ক্রাইস্টকে সম্পূর্ণ দুনিয়া সত্য বলবে না । সদা সত্য তো হলেন গড ফাদার, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না । বাবা এসে যখন বাচ্চাদের জন্ম দেন, তখন বাচ্চারা বাবাকে জানতে পারে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা তোমাদের আপন করে নিয়েছেন । এই মাতার দ্বারা তোমাদের রচনা করেছেন । তাঁকে আদি দেবও বলা হয় । বাস্তবে আদি দেবীও আছেন । মাম্মাকে যদি আদি দেবী বলা হয় তাহলে তাঁর থেকে বড় আদি দেবী ইনি হয়ে যান । এ অনেক বড় গুহ্য কথা । যারা অনেক বিশাল বুদ্ধির হবে, তারাই এই কথাকে বুঝতে পারবে । এ কথা বলাও হয় যে, বাবা পতিতকে পবিত্র বানান । অচ্ছা, পবিত্র দুনিয়া কোনটা ? মুক্তিকে কি পবিত্র দুনিয়া বলা হবে নাকি জীবন মুক্তিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হবে ? এ কথা কেউই জানে না । গায়ন তো অনেকই করে । তাদের বুদ্ধিতে কেবল এই কথাই আছে যে, পরমাত্মা আসেন । কিন্তু তাঁর রূপ ইত্যাদি তারা জানে না । আবার বলে দেয় যে, তিনি সর্বব্যাপী ।

বাবা খুবই দয়ালু এবং তিনি প্রেমের সাগর । তাই বাচ্চাদেরও দয়ালু হওয়া উচিত । সকলকে ভালোবাসা উচিত । বাবা অনেক দয়া করেন তাই তাঁকে দয়ার সাগর বলা হয় । বাবা বলেন যে, তত্ব সহিত সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপর আমি দয়া করে থাকি । আমি জ্ঞানেও পূর্ণ । প্রেমেও আমি পূর্ণ । আমি তোমাদের অতি প্রিয় বানাই । কৃষ্ণ যেমন কত সুন্দর এবং প্রিয় । তাঁর ঘরানায় সকলেই প্রিয় । বাস্তবে সাম্রাজ্য বা বংশ সবসময় রাজারই হয়ে থাকে । যেমন কিং এডওয়ার্ডের রাজত্ব বলা হবে । প্রিন্স অফ ওয়েলসের বলা হবে না । প্রিন্স আবার কিং হয়ে যায় । এও তেমনই । কৃষ্ণের রাজধানীর সঙ্গে খ্রীষ্টানদের অনেক সম্পর্ক আছে । ওই খ্রীষ্টানরা কৃষ্ণের রাজধানী থেকে অনেক উপার্জন করে । প্রথমে তারা কৃষ্ণের রাজধানীকে নিজের দখলে নিয়ে নেয় । তারপর আবার ফিরিয়ে দেয় । কৃষ্ণেরই বলুক বা লক্ষ্মী - নারায়ণের, রাজধানী তো ছিলো, তাই না । এখন ওই খ্রীষ্টানরা কৃষ্ণকে বিশ্বের রাজধানী দিয়ে দেবে । এই রহস্য কত আশ্চর্যের । এখন তারা কৃষ্ণের রাজধানীকে সাহায্যও করছে । অবশেষে সম্পূর্ণ রাজধানী কৃষ্ণকে দিয়ে দেয় তাই কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে । এমন নয় যে, এ কোনো মাখনের গোলা । দুই বাঁদর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর মাখন কৃষ্ণ পেয়ে যায় । এ কোনো ভাইয়ের লড়াই নয়, এ হলো বাঁদরের লড়াই । বিকারের এই পাঁচ বাঁদরের নাম খুবই নাম আছে । এখন তোমরা কৃষ্ণের সাম্রাজ্য তৈরী করছো । বিশ্ব - মালিকানার মাখন তাই তোমরা পাবে । লেন - দেন বা কর্মের হিসেব - নিকেশ কেমন । খ্রীষ্টানদেরও কর্ম দেখো রাজধানী নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে । নিজেদের মধ্যে কত লড়াই করে । তবুও রাজত্বের মাখন তোমরাই পাবে । তোমরাই প্রিন্স - প্রিন্সেস হও । বাচ্চারা, তোমাদেরও অতি দয়ালু, প্রেমের সাগর হতে হবে । নিজের মনে কোনো ঘৃণা আনবে না । দুনিয়াতে তো একে অপরের প্রতি ঘৃণা করে । যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা -- নম্বর অনুযায়ী ঘৃণা করে থাকে । নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করে মরবে ।

বাবা খুব ভালোভাবে বোঝান, এতে ঘৃণার কোনো কথা নেই । এই নাটক তো বানানো হয়ে আছে । প্রত্যেক মানুষ নিজেদের নীচ - পাপী বলে । মন্দিরে গিয়ে নিজের প্রতি ঘৃণার প্রদর্শন করে । মহাত্মাদের পবিত্র মনে করে তাদের চরণে মাথা ঠুকতে থাকে । তারা বলে যে, আপনি পবিত্র কিন্তু আমরা পতিত । এই সব কথা তো বাবাই জানেন ।

মানুষ গড ফাদারের নামে শপথ করে কিন্তু সেই শপথও মিথ্যে হয়ে যায় কেননা তারা গড ফাদারকেই জানে না । যদি গড ফাদার বলে শপথ করে তাহলে বুদ্ধিতে এই কথা আসা উচিত যে,

তাঁর থেকে তো আমাদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । স্বর্গ কেমন হয়, তা কেউই জানে না । আরে তোমরা তো বলো যে অমুকে মারা গেছে তাই স্বর্গবাসী হয়েছে । তাহলে কোথায় গেলো ? কিছুই বুঝতে পারে না । বাবার কারোর প্রতিই কোনো ঘৃণা নেই । সবার জন্য তাঁর মনে প্রেম আছে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছো । বাবার বাচ্চাদের বিশেষ ভাবে আর বাকি সবাইকে সাধারণ মনে করা হয় । বাচ্চারা, তোমাদের পড়িয়ে আমি জীবন মুক্তিতে নিয়ে যাই আর বাকি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই । আমার সকলের প্রতিই প্রেম আছে । ওই গভর্নমেন্ট তো অনেক প্ল্যান বানাতে থাকে । বাবা বলেন, আমার একটিই প্ল্যান । পতিত মানুষদের পবিত্র দেবী দেবতা তৈরী করা । মানুষ ডাকে যে, হে পতিত পাবন এসো । কিন্তু তাঁকে না জানার কারণে বলে দেয় যে, আমরাই পতিত পাবন । তাই বাবা বলেন যে, প্রথমে বড়র থেকেও বড় চিফ জাস্টিসদের সেবা করো । তাদের বোঝানো দরকার যে, আত্মার বাবা তো একজনই, তোমরা কেন তাঁর নামে শপথ করাও ? শপথ করানোর সময় কি কৃষ্ণের কথা মনে আসে ? খৃষ্টানদের জিজ্ঞেস করো, ক্রাইস্টের কথা কি মনে আসে নাকি গড ফাদারের কথা ? তোমরা জানো যে পাপ করলে দণ্ড ভোগ করতে হবে । বাবা কিন্তু কখনো দণ্ড দেন না । তিনি হলেন করণকরাওনহার । তিনি ধর্মরাজকে দিয়ে শাস্তি দেওয়ান । গড হলেন অতি প্রিয় বাবা । ওরা মিথ্যা বদনাম দেয় যে, বাবাই সুখ দুঃখ দেন । তাহলে কি তিনি নির্দয় ? গায়ন আছে তো, তিনি দয়ালু । বাবা বলেন যে, আমি কি করে নির্দয় হবো । মায়া তোমাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করেছে । আমি তো তার থেকে তোমাদের মুক্ত করি । মায়া তোমাদের শাপিত করেছে । এও এক খেলা । সুখধামকে দুঃখধাম হতেই হবে । ভারতই একসময় সুখধাম ছিলো এখন তা দুঃখধাম । বাবা তোমাদের আবার সুখধামের মালিক করেন । কিন্তু তিনি থোড়াই নিজে তোমাদের এমন দুঃখধামের মালিক করবেন । বাচ্চারা বলে যে, বাবা হলেন প্রেমের সাগর । বাবা, তোমার শ্রীমতে চলে আমরা নিজেদের পবিত্র করবো । নিজেদের প্রতি দয়া করবো । যত টিচারের কাছে পড়তে থাকবে, ততই নিজেদের উপর দয়া করবে । না হলে পাস করতে পারবে না । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে নলেজফুল, মার্সিফুল, পতিত থেকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা । তাই তাঁর মতে চলতে হবে । নিজের মতের অর্থ হলো রাবণের মত । শ্রীমতে না চলে নিজের মত বা কোনো অন্য মানুষের মতে চললে ধোকা খেয়ে যাবে । শ্রীমত অনুযায়ী পদে পদে চললে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে । এই চড়াই অনেক উঁচু । মায়ার তুফান প্রতি মুহূর্তে আসতে থাকে । বাবার কিন্তু কারোর প্রতি কোনো ঘৃণা নেই । বাচ্চাদেরও এমনই হওয়া উচিত । সবাই তো এখন অজামিলের মতো পাপী । একটা গানেও তো আছে -- আমি এক ছোটো বাচ্চা । যেমন বলা হয় - আমি এক মাসের বাচ্চা । তোমার তো অনেক পবিত্র বাচ্চা আছে, যাদের তুমি পবিত্র করছো । তাহলে আমি এক ছোটো বাচ্চা, আমাকেও পবিত্র করো । তখন তিনি বলেন, তোমরা শ্রীমতে চলো তাহলে পুরানোর থেকেও খুব ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারবে । তোমরা তো লিফ্টও পাও । দেরী করে এলে তোমরা শক্তির সঙ্গে যোগদান পাও । এই শক্তিও নম্বর অনুসারে । এমন বলা হয় না যে তোমরা শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও । তা নয়, শক্তির সঙ্গে তোমরা শঙ্খ ধ্বনি শোনো । বুদ্ধি যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমাদের ঢাক পেটাতে হবে । এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । কলেজে কোনো অন্ধ শ্রদ্ধা থাকতে পারে না । এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । নলেজফুল গড ফাদার বসে বাচ্চাদের পড়ান । তোমাদের এম অবজেক্ট হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার । ওরা মানুষ থেকে ব্যারিস্টার হয় তাই

ওদের বুদ্ধিযোগ ব্যারিস্টারের সাথে থাকে । ডাক্তারের সাথে থাকে না । এও তো কলেজ, না কি অন্ধ শ্রদ্ধা ? এখানে এম অবজেক্ট আছে । গড ফাদার আমাদের পড়ান । গীতায়ও ভগবান উবাচঃ লেখা থাকে কিন্তু সেই ভগবান কে ? এ কথা যারা গীতা পড়ে তারাও জানে না । এই ব্রহ্মাও বলেন – আমিও গীতা পড়তাম । এখনকার মানুষ শাস্ত্রকে মানে না । গীতার কথা বললে তাদের বুদ্ধি চলে যায় কৃষ্ণের দিকে । তাঁকে তো সব ধর্মের মানুষ মানবে না । গীতা হলো শিব বাবার বর্ণিত সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি । গড ফাদার যাঁকে বলা হয় তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাই বাবার থেকে তোমাদের স্বর্গের বর্সা পাওয়ার প্রয়োজন অথবা তোমাদের বাবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । সকলেই ভগবানের কাছে যেতে চায় আবার সকলেই মুক্তি চায় । ওরা জীবন মুক্তির কথা কি করে জানবে । বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের পড়াই । তাহলে আমি কি করে সর্বব্যাপী হবো । সর্বব্যাপী বললে মুখই মিষ্টি হয় না । তাই বাচ্চারা, এই কথা খুব ভালোভাবে ধারণ করো আর খুব মিষ্টি স্বভাবের হও । কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয় । যারা সার্জন হয়, যতই খারাপ রোগ হোক না কেন, তাও তাদের দয়া হয় এবং তারা সেই রোগ থেকে রুগীকে মুক্তি দেন । তারা বুঝতেও পারে যে, কোনো খারাপ কাজ করেছে, তাই এমন কর্মভোগ । বাবা বলেন যে, মায়া প্রবেশ করার কারণে মানুষ বিকর্ম করে ফেলে এবং আরো পতিত হয়ে যায় । পাঁচ বিকারকে খারাপ মনে করা হয় তাই তো সন্ন্যাসীরাও এর থেকে পালান । পবিত্রতার অনেক মান । এ কথা তো বুঝতে পারো যে, আমরা প্রথমে দেবতাদের প্রণাম করেছি, তারপর সন্ন্যাসীদের নমস্কার করেছি, কারণ তাঁরাও পবিত্র থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) খুব ভালোভাবে পড়ে, শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে নিজের উপর দয়া করতে হবে । কখনোই নির্দয় হবে না ।

২) কারোর প্রতিই ঘৃণা করবে না । বাবার সমান প্রেমের সাগর হতে হবে ।

বরদান :--- প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত হয়ে সেবার ধুনে থেকে বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব

যে বাচ্চারা প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত হয়, তাদের সহযোগে সেবার বৃক্ষ ফলীভূত হয়ে যায় । তাদের সহযোগই বৃক্ষের জল হয়ে যায় । গাছ যেমন জল পেলে ভালো ফল দেয় তেমনই শ্রেষ্ঠ সহযোগী আত্মাদের সহযোগে বৃক্ষ ফলীভূত হও । এমন সেবার ধুনে যারা সদা থাকে, প্রবৃত্তিতে থেকে যারা সমর্পিত থাকে, তেমন বাচ্চারা বাপদাদার হৃদয়াসনে আসীন হয় ।

স্লোগান :- কম সময়ে সঙ্কল্পকে ঘুরিয়ে ব্রেক লাগানোর যুক্তি যদি শিখে নাও তাহলে বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থ হবে না ।